উরস-হাদিয়ার তরতীব

আলোকধারা বুক্‌স

উরস-হাদিয়ার তরতীব

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রিত মাইজভাণ্ডারী একাডেমির প্রকাশনা শাখা 'আলোকধারা বুক্স'।

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
গাউসিয়া হক মন্‌জিল
দরবার-ই গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী
মাইজভাণ্ডার শরিফ
ডাক-ভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১৫

দ্বিতীয় প্রকাশ
অক্টোবর ২০২৪

মুদ্রণঃ
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
ডিউ উদয়ন (১৩ তলা)
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক,
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।

মূল্যঃ ৫০ টাকা মাত্র

পেশ কালাম

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় আমাদের বাংলাদেশেও শত শত আওলিয়ায়ে কেরামের উরস শরিফ যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয়। মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফেও পবিত্র উরস শরিফ, খোশরোজ শরিফসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসব মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে হাদিয়া, নজর-নিয়াজ পেশ করা হয়। পেশ করা হয় হৃদয়ভরা আকুতি ও আর্জি। আশেক-ভক্ত-অনুরাগীরা এসব নজরানা দাখিল করেন। ইসলাম শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, পবিত্রতা ও সুরুচির ধর্ম। স্বাভাবিকভাবে উরস শরিফের মতো ধর্মীয় মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে উচ্চমাত্রার পবিত্রতা ও শোভনীয়তা প্রত্যাশিত। মাসিক আলোকধারা অতীতের মতো গবেষণাধর্মী উদ্যোগ নিয়ে এ ব্যাপারে একটা রূপরেখা প্রণয়নে সচেষ্ট হয় এবং মাইজভাণ্ডারী সিলসিলার তিনজন বিজ্ঞ আলেম অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী, মওলানা মুহাম্মদ শায়েস্তা খান আল আজহারী এবং মাওলানা কাজী হাবিবুল হোসাইন সমবায়ে একটি সেল গঠন করা হয়। মাইজাভণ্ডারী অধ্যাত্ম ঘরানার এই বিজ্ঞ আলেমত্রয়ের সুচিন্তিত বীক্ষণ পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হলো; যা আলোকধারার সেপ্টেম্বর ২০১৫ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এই তিনজন আলেমের তিনটি নিবন্ধে উরস হাদিয়ার ব্যবহারিক, তাত্ত্বিক এবং উসূলের রেফারেন্স বর্ণিত হওয়ায় পুরো বিষয়টা সামগ্রিক পরিপূর্ণতা নিয়ে বিজ্ঞ পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে বলে আমরা আশা করি। আমাদের প্রত্যাশা, মাইজভাণ্ডারী আশেক-ভক্তবৃন্দ এতে উপকৃত হবেন এবং শরিয়তের আচরণবিধির আলোকে হাদীয়া নাজরানা পেশসহ উরস শরিফের আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবেন। এ ব্যাপারে কারো আরো কোন পরামর্শ থাকলে আলোকধারা অফিসে পাঠানো যাবে।

মাসিক আলোকধারার সম্মানিত লেখকবৃন্দের যে সব মত-বিনিময় বৈঠক ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলোতে বিজ্ঞ আলেম-ওলামারাও অংশ নিতেন। এঁরা সবাই সমাজের একেবারে তৃণমূল স্তরের সাথে সম্পর্কিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। উরস শরিফ, হাদিয়া মিছিল

প্রভৃতি আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত ও উদ্‌যাপিত হয় বিধায় তাঁরা এসব অনুষ্ঠানে ধর্মাচার-সংশিষ্ট পবিত্রতা, শৃঙ্খলা, সুরুচি ও শোভনীয়তার উপর আলোকপাত করে সর্ব সাধারণের পালনযোগ্য একটা আচরণবিধি প্রনয়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই পুস্তিকা তাঁদের সেই আগ্রহেরই ফলশ্রুতি।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট–এর প্রকাশন 'আলোকধারা বুকস' এই গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশ করে আমাদের ধর্মীয় সংস্কৃতি-সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজনার গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন, নবীজী (দ.) এবং মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফসহ দুনিয়ার সকল অলি দরবেশ-মুর্শিদ আমাদের এই খেদমত কবুল করুন। আমীন!

মোঃ মাহবুব উল আলম
সম্পাদক, মাসিক আলোকধারা
চেয়ারম্যান, এস জেড এইচ এম
ট্রাস্ট গবেষণা ও প্রকাশনা কমিটি

তারিখঃ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫
সৈয়দ সলিমুল্লাহ্ শাহ্ রোড
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১।

আওলিয়া কেরামের উরস শরিফে অনুসরণীয় আচরণবিধি

॥ মাওলানা মুহাম্মদ শায়েস্তা খান আল আযহারী ॥

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

উরস শরিফের কার্যক্রম সবকিছু কুরআন-সুন্নাহর বিধি মোতাবেক পীর সাহেব হুজুরের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হবে:

১. সর্বপ্রথমে উরস পরিচালনা কমিটি প্রস্তুতি মিটিংয়ের মাধ্যমে উরস শরিফের পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি ঘোষণা করবেন এবং বিভিন্ন উপকমিটিকে ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্ববান ব্যক্তিবর্গকে দায়িত্ব বণ্টন করে নিবেন। পীরের দরবার থেকে যার প্রতি যে দায়িত্ব অর্পিত হবে, তা মাথা পেতে নেয়াই আদব।

২. প্রচার কার্যে ব্যবহৃত ব্যানার ফ্যাস্টুন ও চিঠিপত্র, পোস্টার হ্যান্ডবিল যদি রাস্তায়, নালা নর্দমায় পড়ে থাকে তা চরমভাবে বেহুরমতি হয়। তাই পোস্টার, হ্যান্ডবিলের ব্যবহারে সংযত হওয়া চাই। আশেক-ভক্তগণ নিজ অঙ্গনে টেলিফোন ম্যাসেজ, ফেইসবুক ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রচার কার্য চালাবে। প্রচার কার্যে ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যবহারও অপরিহার্য।

৩. হাদিয়ার ব্যবস্থা:

পীর বুজুর্গের দরবারে সামর্থানুসারে হাদিয়া নিয়ে যাওয়া সুন্নাত। নবীজীর (দ.) সাহাবীগণ আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশে নবীজীর (দ.) খেদমতে হাদিয়া নিয়ে যেতেন। ভক্তি মহব্বত সহকারে সামর্থানুসারে যে কোন বস্তুই হাদিয়া হতে পারে, যেমন উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, চাল, ডাল বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য আতর গোলাপ ফুলের তোড়া, গিলাফ, চাদর, মোমবাতি, আগরবাতি, টাকা পয়সা ইত্যাদি। দরবারের পক্ষ থেকে অনুমতি থাকলে বা হাদিয়া পেশ করার রেওয়াজ থাকলে সাধ্য ও সামর্থানুসারে পরিবারের ক্ষতি না করে, ধার কর্জ না করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাদিয়া পেশ করবে; আর যদি একাধিক ব্যক্তি বা কমিটির চাঁদায় হাদিয়া হয়, তাহলে লক্ষ্য রাখতে হবে কারো কাছ থেকে জোরপূর্বক, লজ্জায় ফেলে বা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বাধ্য করে এই হাদিয়ার চাঁদা নেয়া যাবেনা। হাদিয়া কেনার পর অতি যত্ন সহকারে রাখা হবে।

গোসল করিয়ে সুসজ্জিত করে উরস শরিফের দিন আশেক-ভক্তগণ পবিত্রতাসহ মর্যাদাপূর্ণ মিছিল (হাদিয়া মিছিল) নিয়ে জিকিররত অবস্থায় দরবার শরিফ অভিমুখে রওনা হবেন। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা অনুসারে বাদ্য-যন্ত্র সহকারে যদি মিছিল হয়, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আদবের খেলাপ না হয়। দরবারী আমেজ, ভাব-গাম্ভীর্য যেন বজায় থাকে, বাড়াবাড়ি রং-তামাসার ভাব যেন প্রাধান্য না পায়। পশু হাদিয়া হলে যেন অযথা কষ্ট দেয়া না হয় এবং হাদিয়া মিছিলের কারণে পথচারী ও গাড়ি-ঘোড়ার চলাচলে যেন ব্যাঘাত না ঘটে। ব্যান্ড পার্টির তালে তালে আশেক-ভক্তগণ নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর, নারায়ে রিসালত ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দ.), নারায়ে গাউসিয়া ইয়া গাউসুল আ'যম দস্তগীর (ক.), গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (ক.) মারহাবা মারহাবা, ইত্যাদি স্লোগানে আকাশ-বাতাস মূখরিত করবেন। নামাযের সময়, মসজিদ, কবরস্থান ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে নীরবতা পালন করা বাঞ্ছনীয়। এভাবে দরবারের নিকটবর্তী হলে দরবার শরিফের নির্দেশনা অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবকগণের সহযোগিতা নিয়ে হাজার হাজার ভক্ত আশেকগণের সমাগমে তাদের কোনরূপ অসুবিধা না হয় মত অত্যন্ত আদব ও মহব্বত সহকারে হাদিয়া পেশ করা হবে।

৪. উরস শরিফে শরীক-শামিল হওয়ার প্রস্তুতি:

উরস শরিফে অংশ গ্রহণকারী আশেক ভক্তগণ দুই ধরনের : (১) উরস শরিফ পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত আশেক-ভক্ত (২) সাধারণ আশেক-ভক্ত। প্রথম প্রকারের আশেক-ভক্তগণ দরবার শরিফ হতে যেদিন যে সময় আসার নির্দেশ দিবেন, ঐদিন যথাসময়ে দরবারে পাকে উপস্থিত হবেন, দেহ-মন পবিত্র করে। (ক) যে কদিন উরস শরিফের খেদমতের জন্য দরবারে পাকে অবস্থান করবেন ঐ সময়ের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন এবং পরিবারের ভরণ-পোষণ দিয়ে আসবেন। লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে দরবারে পাকে অবস্থানকালীন পরিপূর্ণ আদব রক্ষা হয়, অত্যন্ত মহব্বত-ভক্তি ও আন্তরিকতার সাথে যেন অর্পিত দায়িত্ব পালন করা হয়। আপনাকে যে দায়িত্ব দেয়া হোক না কেন, তা যদি আপনার ব্যক্তিত্বের সাথে খাপ না খায়, তবুও তা মাথা পেতে নিতে হবে। মনে না চাইলেও করতে হবে। কারণ, মন মানে নফ্স, নফ্স সব সময় আপনাকে বিভ্রান্ত করতে চাইবে। তাই মনের বিরোধিতা করতে নিজ ব্যক্তিত্ব পীরের দরবারে বিসর্জন দিতে হবে। রাগারাগি, অভিমান, দাম্ভিকতা, অহংকার, আমিত্ব, লোক দেখানো প্রশংসা কামনা করা, নিজেকে মানী সম্মানী, মর্যাদাবান মনে করা, অন্যজন থেকে নিজেকে উপযুক্ত ও ভাল মনে করা প্রভৃতি সব শয়তানী স্বভাব পীরের কদমে বিসর্জন দিতে হবে। এটাই রেয়াজত, এটাই বন্দেগী, এটাই আত্ম উন্নয়নের সোপান।

দ্বিতীয় প্রকারের অংশগ্রহণকারীগণ সময়-সুযোগ অনুসারে উরস শরিফের দিন বা আগের দিন ওযু গোসল সেরে দেহ-মন পবিত্র করে সম্ভব হলে ছেলে-সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনসহ নিজ ব্যবস্থাপনায় অথবা আরো অন্যান্য ভক্তবৃন্দসহ বাস কাফেলায় বা হাদিয়া মিছিল নিয়ে রওনা হবেন।

আসা-যাওয়ার পথ নিরাপদ হলে, দরবার শরিফে মহিলাদের বিশেষ ব্যবস্থা থাকলে পর্দাসহকারে মহিলাদেরকেও নিয়ে যেতে অসুবিধা নাই। তবে মহিলাদেরকে উরস শরিফ ব্যতিত অন্য সময় নিয়ে যাওয়া উত্তম।

দরবার শরিফ এরিয়ায় (যে স্থান থেকে উরস শরিফের আমেজ শুরু হচ্ছে) পৌঁছার পর উরস পরিচালনা পরিষদ বা সহযোগী সংগঠনগুলো জায়েরীনদের সুবিধার্থে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক। যেমন সামান্য কিছু দূরে গাড়ি রেখে হেঁটে যাওয়া ইত্যাদি। দরবার শরিফে পৌঁছে অত্যন্ত আদব ও মহব্বত সহকারে ধীরে ধীরে সঙ্গী-সাথী সবাইকে নিয়ে (ভীড়ের মধ্যে কারো যেন অসুবিধা না হয়) রওজা শরিফ জেয়ারত করবেন এবং হাদিয়া নাজরানা (সামর্থানুসারে) আতর, গোলাপ, মোমবাতি, আগরবাতি, টাকা-পয়সা ইত্যাদি মাজার শরিফ কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়োজিত খাদেমদের নিকট পেশ করা হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নাই এমন কাজে লিপ্ত হবেন না। যেমন আপনার ইচ্ছা আপনার কাফেলার সবাইকে নিয়ে কিয়াম-মিলাদ মুনাজাত করা। তাতে যদি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না থাকে তাহলে সেটা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি না করা। মাজার শরিফসমূহের জিয়ারত সমাপ্ত করে পীর সাহেব হুজুরের খেদমতে হাজির হবেন অত্যন্ত আদব ও মহব্বত সহকারে। সেখানে যদি বিশেষ কোন নিয়ম-শৃঙ্খলার তাগিদ থাকে, মেনে চলবেন। কোন ধরনের তাড়াহুড়া হৈ চৈ নিষিদ্ধ। হুজুরের সাথে সাক্ষাতের সময় তাঁর পছন্দ নয় এমন কোন কাজ যেন আপনার পক্ষ থেকে না হয়। আপনার কোন কর্মে যেন তিনি বিরক্ত না হন। লাইনে অসংখ্য অপেক্ষমান ভক্তের যেন অসুবিধা না হয়, সেভাবে শুধুমাত্র আদব সহকারে দরবারের রেওয়াজ অনুযায়ী হাদিয়া পেশ করে দোয়া ও দয়ার আরজ রেখে খুব অল্প সময়ে বিদায় নেবেন। এর পর উরস পরিচালনা কমিটির অফিসে যোগাযোগ করে আপনার কাফেলার ক্যাম্প ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করবেন। উরস শরিফ পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক দেয়া আপনার কাফেলার জন্য নির্ধারিত স্থানে সবাইকে নিয়ে বসবেন, ইবাদত ও রেয়াজতে মশগুল হবেন এবং আপনারা সবাই উরস শরিফ চলাকালীন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকবেন। তাবার্রুক তথা অন্য যে কোন কিছুর জন্য কাড়াকাড়ি বাড়াবাড়ি হৈ চৈ মান-অভিমান চলবে না। সর্বক্ষেত্রে আদব ও ত্যাগ প্রদর্শন করতে হবে। অন্যজনের সুবিধাকে প্রাধান্য দিতে হবে। এটাই ত্বরিকতের

দীক্ষা। উরস শরিফের ক্যাম্পে অবস্থানকালীন দরবারের নির্দেশনানুযায়ী যথাস্থানে যথাসময়ে নামায আদায় ওয়াজ নসীহত জিকির-আজকার সুফিয়ায়ে কেরামের নির্দেশনা মোতাবেক মাহফিলে সেমার আয়োজন হবে। এক্ষেত্রে সাউন্ডের ব্যবহার যেন অতিমাত্রায় করা না হয়, শব্দদূষণ না হয়। কোন কিছুতে অতিরঞ্জিত করা যাবে না, যেন সবক্ষেত্রে আদব রক্ষা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 'আদবে আউলিয়া বে-আদবে দেউলিয়া'! আর যদি কেন্দ্রীয়ভাবে ওয়াজ নসিহত মিলাদ মাহফিল জিকির-আজকার মাহফিলে সেমার আয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনানুযায়ী আপনার কাফেলার সবাইকে নিয়ে ভক্তি ও আদব সহকারে মাহফিলে শরীক হবেন। বাবাজানের সোহবতে আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ করবেন। মাহফিল চলাকালীন সময়ে কারো সাথে কোন আলাপচারিতায় লিপ্ত হবেন না। বক্তাগণের বক্তব্য গভীর মনোযোগে শ্রবণ করবেন। আর বাবাজানের তকরীর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে একনিষ্ঠভাবে মনের কোঠায় গেঁথে ফেলবেন। কারণ, এগুলো আপনার দুনিয়া-আখিরাতের পাথেয়। আখেরী মুনাজাতে অংশ নিয়ে যথাস্থানে অবস্থান করবেন। বাবাজানকে নিরাপদে মাহফিল ত্যাগ করার সুযোগ দিন। মানুষকে কষ্ট দিয়ে, ঠেলাঠেলি করে বাবাজানের নিকটবর্তী হয়ে তাঁকে সালাম করার চেষ্টা করবেন না, যা তাঁর কষ্টের কারণ হবে। দূরে থেকে ভক্তি-মহব্বত সহকারে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন। তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলা তাঁর দোয়া-দয়া মেহেরবানী পাওয়ার জন্য এইটুকু যথেষ্ট। আর যদি তাবার্‌রুক বিতরণ হয়, সুশৃঙ্খলভাবে বসে তাবার্‌রুক গ্রহণ করবেন। কোন কারণে যদি তাবারুক আপনার ভাগ্যে না জুটে মন খারাপ করবেন না। দরবারে পাকের সীমানার অভ্যন্তরে সব খাদ্যদ্রব্যই তাবার্‌রুক। তা নিজেও গ্রহণ করবেন, পরিবারবর্গের জন্যও নিয়ে যাবেন। পরিশেষে দরবারে পাক থেকে বিদায় নিয়ে যারা আপনার সাথে আপনার কাফেলায় এসেছেন, তাদের সবাইকে সাথে নিয়ে অন্য ভক্ত জায়েরীনদের যেন কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, সেভাবে নিজ গন্তব্যে ফিরে আসবেন। উরস শরিফে অবস্থানকালে সবার সাথে নম্র-ভদ্র ব্যবহার করবেন। দরবারী ভাইদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করবেন সবার খোঁজখবর নিয়ে। মজ্‌জুব ফকির দরবেশদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন। ফকির মিসকীন অভাবী বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকদেরকে দান খয়রাত করবেন। দূর-দূরান্ত থেকে আগতদের নিজ নিজ এলাকায় ত্বরিকতের প্রচার-প্রসারের বিষয়ে মতবিনিময় করবেন। এক্ষেত্রে যুগোপযোগী পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করবেন। উরস শরিফে কোন বিশৃঙ্খলা অসুবিধা দৃষ্টিগোচর হলে কর্তৃপক্ষকে দ্রুত অবহিত করবেন।

উরস শরিফের কর্মসূচি নিম্নরূপে হলে ভাল হয়:

- ন্যূনতম ১ মাস পূর্বে প্রস্তুতি মিটিং করে দায়িত্ব বণ্টন করা।
- কেন্দ্রীয় কমিটির সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় উপ-কমিটি গঠন করা।
- কর্মীদের উপস্থিতির সময় নির্ধারণ করা।
- কর্মীদেরকে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে দিক নির্দেশনামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- উরস শরিফের কার্যক্রম শুরু হওয়ার একদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটি উপ-কমিটির প্রধানদের নিয়ে আয়োজনের কার্যক্রম সঠিকভাবে হয়েছে কিনা, তা ভালভাবে তদারকী করা।
- চট্টগ্রাম শহরে, হাটহাজারী বাস স্ট্যান্ডে, নাজিরহাট দরবার গেইট ও দরবার শরিফ গেইট তেমুহনিতে ভক্ত-জায়েরীনদের সুবিধার্থে তথ্যকেন্দ্র স্থাপন।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে উরস শরিফের জন্য ভক্ত-জায়েরীনদের সুবিধার্থে যে সমস্ত কার্যক্রম হাতে নেয়া প্রয়োজন:

১. চট্টগ্রাম শহর হতে নাজিরহাট দরবার শরিফ গেইট পর্যন্ত সরকারী সহায়তায় নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থা করা, যাতে করে পথে যানজটের সৃষ্টি না হয়। কাফেলার বাসগুলি নিরাপদে চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহণ, লোকাল বাসে, সিএনজি, কার, হাইসে আসা ভক্তগণও যেন গাড়ীওয়ালা কর্তৃক প্রতারণা ও দুর্ব্যবহারসহ অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের হয়রানীর শিকার না হন, স্থানীয় ভক্তদেরকে এ বিষয়ে খেয়াল রাখার দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

২. নাজিরহাট থেকে দরবার শরিফের মোড় পর্যন্ত বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। যানজটমুক্ত যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, প্রয়োজনে বাস কিংবা কাফেলার গাড়িগুলো এপথে প্রবেশ করতে না দেয়া। জেনারেটরের মাধ্যমে পুরো রাস্তায় লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করা। ৩টি পয়েন্টে টয়লেট, খাওয়ার পানি ও ওজুর পানির ব্যবস্থা করা।

দোকানদারগণ যেন আশেক-ভক্তদের সাথে দুর্ব্যবহার না করেন। অতিরিক্ত মূল্য আদায় না করেন এবং মানসম্মত খাবার পরিবেশন করেন, এবিষয়ে স্থানীয় ভক্তবৃন্দগণ ও দায়িত্বে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবকগণ যেন কড়া দৃষ্টি রাখেন। গাড়ি-ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ, যানজট রোধ, অসাধু দুষ্ট লোকদের অসুবিধা সৃষ্টির প্রচেষ্টা রোধ, চোর, পকেটমারদের চুরি ছিনতাই রোধ এবং সব ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ রোধে সরকারী পুলিশ

প্রশাসন, গাড়ি মালিক সমিতি, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও দরবার শরিফের স্বেচ্ছাসেবক সমন্বয়ে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত সংশ্লিষ্টদেরকে কার্যকরি ভূমিকা পালনে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। আর নাজিরহাট থেকে দরবার শরিফ পর্যন্ত প্রতিটি পয়েন্টে দরবারী স্বেচ্ছাসেবকদের সক্রিয় উপস্থিতি একান্ত জরুরী।

দরবার শরিফ গেইট থেকে দরবার শরিফের অভ্যন্তরে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজনঃ

সুশৃঙ্খলভাবে নিরাপদে আদব-মহব্বত সহকারে হাদিয়া পেশকরণ নিশ্চিত করা। গরু, মহিষ যেন মানুষ ও দোকান-পাটের ক্ষতি করতে না পারে এবং গরু-মহিষকে যেন উত্তেজিত করে কষ্ট না দেয়। মাজার শরিফ আঙ্গিনা ও দরবার শরিফের অভ্যন্তরের রাস্তাগুলো হাদিয়ার বর্জ্য ও অন্যান্য অপবিত্র কষ্টদায়ক বস্তু থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখার জন্য অভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করতে হবে। আজান ও নামাজের সময় বাদ্যযন্ত্র ও মাইক বন্ধ রাখার বিষয়টিও স্বেচ্ছাসেবকগণ নিশ্চিত করবেন।

দরবার শরিফ ও আশে-পাশের এলাকাতে মেলার সুযোগে যে কোন ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ– যেমন, মদ-গাঁজার আসর, জুয়া, গান, সার্কাস, লটারী ইত্যাদি দুষ্ট লোকের আনাগোনা সাধারণ ভক্তবৃন্দের নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটায়, বিশেষ করে মহিলা ভক্তদের নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন বিষয়ের রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। উরস শরিফে অংশগ্রহণকারী ভাসমান ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ওপর যেন দুষ্ট লোকেরা চাঁদাবাজী করতে না পারে, বড়, ছোট, ভাসমান, স্থায়ী যে কোন ধরনের দোকানী ভক্তদের থেকে পণ্যের অতিরিক্ত দাম নিতে না পারে, ভেজাল পণ্য বিক্রি করতে না পারে, দুর্ব্যবহার করতে না পারে, নষ্ট খাদ্য পরিবেশন করতে না পারে এবং সব ধরনের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও সাহসী স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করতে হবে। এসব বিষয়ে সরকারী সহযোগিতা পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়।

দরবার শরিফের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সঠিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবেঃ

এক্ষেত্রে দরবার শরিফের অভ্যন্তরে রাস্তাসমূহ নালা-নর্দমা, টয়লেট, প্রশ্রাবখানা, ও পুকুরসমূহ পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধযুক্ত রাখা, ভক্ত-জায়েরীনদের ওযু-কালাম টয়লেট ব্যবহারে যেন বেগ পেতে না হয়, সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। উরস শরিফ চলাকালীন দরবার শরিফের বড় পুকুরে গোসল করা বন্ধ রাখা একান্ত প্রয়োজন।

পবিত্রতা অর্জনের সুবিধার্থে দরবার শরিফের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পয়েন্টে আরো বেশ কিছু ওযুখানা ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

রওজা শরিফ ও হুজুরা শরিফসমূহের ভিতরে বাইরে পবিত্রতা, গাম্ভীর্য ও আদব রক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এখানে অযথা ভীড় যেন না হয় এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করতে হবে।

উরস শরিফ পরিচালনা পরিষদ অংশগ্রহণকারী সমস্ত আশেক-ভক্তবৃন্দের কর্মসূচি উল্লেখ করে এবং কর্মসূচিসমূহে আশেক ভক্তগণের অংশগ্রহণ কী ধরনের হবে, তা উল্লেখপূর্বক দিক নির্দেশনা সম্বলিত ব্যানার বিভিন্ন পয়েন্টে দেয়া হবে। সাথে সাথে প্রতিটি ক্যাম্পে গ্রুপলিডার ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রচারপত্র বা হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে তা বিলি করা হবে। পুরো উরস শরিফ সুনির্দিষ্ট কন্ট্রোল রুম থেকে মাইক যোগে পরিচালিত হবে।

উরস শরিফে সর্বসাধারণের জন্য কর্মসূচি:

- মাজার শরিফ ও হুজুরা শরিফসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় সুসজ্জিত করা।
- পূর্বের দিন কর্তৃপক্ষের কর্মসূচি অনুযায়ী রওজা শরিফ গোসলের প্রোগ্রাম দেয়া।

সুফিয়ায়ে কেরামের ত্বরিকা অনুযায়ী আওলিয়ায়ে কেরামের উরস শরিফকে কেন্দ্র করে রওজা শরিফ গোসলের রেওয়াজ আছে। সাজ্জাদানশীন, পীর সাহেব বাবাজানের নেতৃত্বে গোসল শরিফের কার্যক্রম শুরু হবে। বাবাজানের নেতৃত্বে আওলাদে পাক ও অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ পবিত্রতা ও আদব মহব্বতের সহিত রওজা শরিফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবেন, প্রয়োজন মত আতর গোলাপ এবং পবিত্র পানি সঙ্গে রাখবেন। পীর সাহেব হুজুরের নির্দেশ মোতাবেক প্রথমে কুরআনে পাকের তেলাওয়াত, নাতে রাসূল (দ.) ও শানে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (ক.) পরিবেশনে গোসল শরিফের কার্যক্রম শুরু হবে গোসল শরিফের দায়িত্বপ্রাপ্ত আওলাদে পাক ও খাদেম সাহেবগণ ভক্তি মহব্বত সহকারে তাদের কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। আর সমবেত আশেক ভক্তগণ কছিদা শরিফ, মিলাদ শরিফ, জিকির আজকারে রত থাকবেন। গোসল শরিফের আনুষ্ঠানিকতার পর্ব পীর সাহেব হুজুরের দোয়া মুনাজাতের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে। উল্লেখ্য যে, গোসল শরিফে ব্যবহৃত যাবতীয় জিনিসপত্র তাবারুক হিসেবে বিবেচিত।

বাবাজানের সাথে সাক্ষাতের আদবঃ

আপামর আশেক-ভক্তগণ পীর সাহেব হুজুর বাবাজানের সাথে সাক্ষাতলাভে ধন্য হবেন। বাবাজানের কদমে সালাম আরজ করবেন এটাই স্বাভাবিক। তবে এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন এবং বাবাজান যাতে বিরক্ত না হন এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত থাকবেন। তারা সাক্ষাৎ প্রত্যাশী ভক্তবৃন্দের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাবেন, একজন একজন করে বাবাজানের নিকটবর্তী হয়ে অত্যন্ত বিনয় নম্রতার সাথে আদব মহব্বত সহকারে অনুমোদিত রেওয়াজ অনুযায়ী সালাম পেশ করে দোয়া ও দয়ার আরজি দিয়ে দ্রুত বিদায় নিবেন, যাতে করে লাইনে দাঁড়ানো অসংখ্য আশেক ভক্তদের অসুবিধা না হয়। এ বিষয়টি সবারই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন; বিশেষ করে দূরবর্তী আশেক ভক্তদেরকে সাক্ষাতের সুযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া উচিত।

রওজা শরিফ জেয়ারতের আদবঃ

এ প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষের করণীয়, প্রধান খাদেমের নেতৃত্বে রওজা শরিফ শৃঙ্খলা কমিটি গঠন করা হবে। তারা রওজা শরিফের প্রধান গেইট, আঙ্গিনা, অভ্যন্তরের অংশ ও মেইন রওজা শরিফের শৃঙ্খলা পরিচালনা করবেন। জায়েরীনগণ ওযু সহকারে পবিত্রতার সাথে যথাস্থানে জুতা ও অন্যান্য সামগ্রী জমা রেখে মাজার শরিফে প্রবেশ করছেন কিনা লক্ষ্য রাখবেন। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকগণ পূর্ণ সহযোগিতা দিবেন। রওজা শরিফ জেয়ারতের আদব, নিয়ম কানুন সম্বলিত জায়েরীনদের জ্ঞাতার্থে একটি নোটিশ বোর্ডে লিখা থাকবে। জায়েরীনগণ নোটিশের নির্দেশনা অনুসারে জিয়ারত সম্পন্ন করবেন। প্রথমে অত্যন্ত আদব সহকারে নম্রতার সাথ রওজা শরিফে আশেকগণ প্রবেশ। করবেন, কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত রেওয়াজ অনুযায়ী সালাম আরজ করবেন, এরপর আসতাগফিরুল্লাহ্ ১১ বার পড়া হবে, এরপর ৩ বার সূরা ফাতিহা, ১১ বার সূরা এখলাস, সূরা নাস, সূরা ফালাক, সূরা আলাম নাশরাহ, সূরা কাউছার এক বার করে পড়া হবে। সূরা বাক্বারার শেষ আয়াতসমূহ, আয়াতুল কুরছি, সূরা তাওবার শেষ আয়াত সমূহ ইত্যাদি এক বার করে পড়া হবে। এর পর কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকলে মিলাদ কিয়াম শরিফ ও কছিদা শরিফ, শাজরা শরিফ পড়ে দোয়া মুনাজাত করা হবে। তবে ভাল হয়, উরস শরিফের মৌসুমে কিছুক্ষণ পর পর রওজা শরিফ কর্তৃপক্ষ সংক্ষিপ্ত কিয়াম মিলাদ ও দোয়া মুনাজাতের ব্যবস্থা করবেন আর এই মিলাদ, মুনাজাতের সর্বোচ্চ সীমা হবে ২০-২৫ মিনিট। এরপর জায়েরীনগণ রওজা শরিফে রাখা তাবারুক (পানি, ফুল ইত্যাদি) গ্রহণ করবেন। নজরানা বাক্সে দেয়া হবে।

তাছাড়া গিলাফ, ফুলের তোড়া, আতর গোলাপ, মোমবাতি, আগরবাতি, গোলাপ জল ইত্যাদি রওজা শরিফের দায়িত্বে রত খাদেম সাহেবের নিকট পেশ করবেন। তিনি কর্তৃপক্ষের নির্দেশনানুযায়ী তা পেশ করবেন। নিজের খেয়াল খুশি মতে কিছু করতে যাবেন না। আবেগকে সংযত রাখবেন।

ক্যাম্পে অবস্থানের আদবঃ

যারা কাফেলা নিয়ে এসেছেন, হাদিয়া পেশ ও রওজা শরিফ জেয়ারত শেষে কর্তৃপক্ষের দেয়া ক্যাম্পে অবস্থান করবেন। ত্বরিকত ভিত্তিক আলোচনার আয়োজন করা হবে। সবাই আলোচনা শোনার ও সেমা মাহফিলের সুবিধার্থে সাউন্ড বক্স, স্পিকার ব্যবহার করবেন, কোন ভাবে মাইক ব্যবহার করবেন না, যাতে করে শব্দ দূষণ না হয়। ক্যাম্পে কিছু শুকনো খাবার ও পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়ার পানি রাখবেন। যাতে করে তাবারুক বিতরণে বিলম্ব হলে অসুবিধায় পড়তে না হয়। কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পে অবস্থানকালে যে নির্দেশনার অনুসরণ করতে বলেছেন তা মেনে চলবেন। আযানের পর সবাইকে নিয়ে নামায আদায় করবেন। নামাজের পর বিজ্ঞ মুরুব্বী ও আলেম ওলামাকে দিয়ে ত্বরিকত ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নিবেন। কিয়াম-মিলাদ শরিফ, জিকির-আজকার, মাহফিলে সেমার আয়োজন করবেন। খেয়াল রাখবেন, সেমা মাহফিল যেন ত্বরিকতের নিয়মানুযায়ী আদবদার কাউয়ালকে দিয়ে করা হয়। বেয়াদব, ফালতু, ভেজাল ও ভুল গান পরিবেশনকারী, অশ্লীল, রং তামাশায় অংশগ্রহণকারী, নিয়ম-কানুনের ধার ধারেনা, ত্বরিকতের আদব নাই এমন গায়ক বিশেষ করে মহিলা গায়ক দিয়ে সেমা মাহফিল পরিচালনা করবেন না।

'সাধনের কায়দা জানা চাই,
বেকায়দায় করিলে সাধন,
মওলা রাজী নাই'

পীর সাহেব হুজুর বাবাজানের নির্দেশনা অনুযায়ী সুফিয়ায়ে কেরামের দেয়া নিয়মানুযায়ী সেমা মাহফিল পরিচালিত হবে। বাবাজানের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে যদি আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল, সেমা মাহফিল, জিকির আজকার, দোয়া মুনাজাতের আয়োজন হয়, তাহলে ঐ মাহফিলে যেভাবে অংশ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হবে ঠিক সেভাবে পূর্ণ আদব, মহব্বত সহকারে শৃঙ্খলার সাথে কাফেলার সবাইকে নিয়ে দলনেতা মাহফিলে অংশগ্রহণ করবেন। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আলোচনা শোনবেন, পীর সাহেব হুজুর বাবাজানের নসিহত দুনিয়া-আখেরাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করবেন। এরপর তাবারুক গ্রহণ করবেন শৃঙ্খলার সাথে।

ফজরের আযান পর্যন্ত জিকির আজকার সেমা মাহফিলের মাধ্যমে অতিবাহিত করবেন। ফজরের নামাজ আদায়ের পর একটু বিলম্ব করে রাস্তায় ভীড় কমার জন্য অপেক্ষা করে বিদায় নিয়ে কাফেলার সবাই একসাথে নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

উরস শরিফে আগত সাধারণ ভক্তদের করণীয়ঃ

সাধারণ আশেকীন ভক্তগণ উরস শরিফ পরিচালনায় যাদের সুনির্দিষ্ট কোন দায়িত্ব নাই, তাদের বড় দায়িত্ব হচ্ছে উরস শরিফে আগত ভক্ত জায়েরীনদের যে নীতিমালা ও দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা এবং অন্যান্যদেরকেও মেনে চলতে উৎসাহিত করা। আপনার পীর ভাই আশেক-ভক্তদের সাথে কুশল বিনিময় করা, কোন বিশৃঙ্খলা, কোন দুষ্ট লোকের পদচারণা দরবারে আকদসের শানে আজমতের পরিপন্থী কোন কিছু দৃষ্টিগোচর হলে তা দ্রুত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা। কোথাও খেদমতের সুযোগ পেলে তা হাতছাড়া না করা, নিজের কোন ভূমিকার দ্বারা যেন কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা দর্শনের বই-পুস্তক, জীবনীগ্রন্থ ও উরস শরিফকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন পত্রিকা-ম্যাগাজিন, বিভিন্ন ধরনের সিডি ইত্যাদি নিজে ক্রয় করা, অন্যান্যদেরকে ক্রয় করতে উৎসাহ দেয়া এবং নতুনদেরকে কিনে উপহার দেয়া।

উরস শরিফ পরিচালনায় দায়িত্ব প্রাপ্তদের করণীয়ঃ

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দলনেতার আনুগত্যে পালন করা, কারো সাথে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি, অভিমান না করা এবং মনের মধ্যে এমন কোন ধারণা না রাখা যা দ্বারা আমিত্ব প্রকাশ পায়, অত্যন্ত নম্রতা ভদ্রতা ও আদব মহব্বতের সহিত দায়িত্ব পালন করা, এটাই ইবাদত। আর কোনক্রমে এটা যেন মনে না আসে আমি উচ্চশিক্ষিত, এই দায়িত্ব আমার ব্যক্তিত্বে ফিট নয়, এ ধরনের মন মানসিকতা ত্বরিকতের উৎকর্ষ সাধনে বড় অন্তরায়। আর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেহেতু বাবাজানের মনোনীত, তাই তাদের অর্ডার বা সিদ্ধান্ত বাবাজানের নির্দেশ হিসেবে নিতে হবে। আর যারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে সে জন্য তারাই দায়ী থাকবেন, সেটা অন্যদের ভাববার বিষয় নয়।

পীর-মুর্শিদের দরবারে হাদিয়া পেশ প্রসঙ্গ

॥ মাওলানা কাজী মোহাম্মদ হাবিবুল হোসাইন ॥

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হাদিয়া আরবি শব্দ। এর অর্থ উপঢৌকন, উপহার। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমানকে আন্তরিকতা ও ভক্তিসহকারে কোন কিছু উপহার প্রদান করা। এটি শরিয়তসম্মত এবং নেয়া, দেয়া উভয়ই বরকতময়। এতে একে অপরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা বাড়ে।

মূলতঃ কামিল পীর-মুর্শিদ হলেন মানুষকে সঠিক পথের সন্ধানদাতা। তাঁরা আল্লাহ্‌র রাসূলের বিশেষ প্রতিনিধি। তাঁদের দরবারে যাওয়া-আসা কিংবা তাঁদের দরবারে হাদিয়া নজরানা পেশ করা অত্যন্ত বককতময় কাজ।

প্রিয় নবী (দ.)-এর দরবারে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত আদব-মহব্বত সহকারে হাদিয়া নজরানা পেশ করতেন। নবীজী (দ.) এর দরবারে হাদিয়া পেশ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ ...الخ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা রাসূলের নিকট কোন কথা গোপনে আরজ করতে চাও, তখন আবেদনের পূর্বে সাদাকা প্রদান কর। ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও পবিত্রতর। কিন্তু যদি তোমাদের সামর্থ্য না থাকে, তবে আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা মুজাদালাহ্‌, আয়াত ১২)

অত্র আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট:

প্রিয় নবী (দ.) এর মজলিসে অনেকেই তাঁর সাথে কানে কানে বা সংগোপনে অনেকক্ষণ কথা বলার চেষ্টা করত। বিশেষতঃ কপট বিশ্বাসীরা এ সম্পর্কে কারণে-অকারণে অতি সামান্য বিষয় নিয়ে প্রিয় নবীজীকে (দ.) অবিরত বিরক্ত করত। কিন্তু হুজুর (দ.) ভদ্রতা ও চক্ষুলজ্জার জন্য তাদেরকে কিছু বলতে পারতেন না। তাই

আল্লাহ্‌তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন। অত্র আয়াত দ্বারা কিছু জানার পূর্বে কোনো কিছু সাদাকাহ্ পেশ করা ওয়াজিব বা অপরিহার্যতার বিধান জারি হলেও পরের আয়াত দ্বারা অপরিহার্যতার স্থলে কেবল যাকাতকে বাধ্যতামূলক রেখে সাদাকা প্রদানের পরামর্শ দিয়ে সহজতর ও নমনীয় করা হয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

ءَاَشۡفَقۡتُمۡ اَنۡ تُقَدِّمُوۡا بَيۡنَ يَدَیۡ نَجۡوٰىكُمۡ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذۡ لَمۡ تَفۡعَلُوۡا وَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيۡكُمۡ ...الخ

অর্থাৎ: তোমরা কি এতে ভয় পেয়েছ যে, তোমরা স্বীয় আবেদনের পূবে কিছু সাদাকাহ্ দেবে? অতঃপর তোমরা যখন এটা করোনি এবং আল্লাহ্ স্বীয় করুণা সহকারে তোমাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন। সুতরাং, তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকো। আর আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত। (সূরা মুজাদালাহ্, আয়াত ১৩)

অত্র আয়াত দ্বারা হাদিয়া পেশ করা মোস্তাহাব হিসাবে রাখা হয়েছে। অত্র আয়াত থেকে এটাও সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় কামিল পীর-মুর্শিদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হাদিয়া তোহ্ফা পেশ করা এবং কোন আলেম মুফ্‌তি থেকে ফতোয়া ফরায়েজ জানার জন্য হাদিয়া-তোহ্ফা পেশ করা মোস্তাহাব।

হাদীস শরিফের আলোকে হাদিয়া:

حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا عبدة حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة ان الناس كانو يتحرون

بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها او يبتغون بذلك مرضاة رسول الله ﷺ

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, লোকেরা তাদের হাদিয়া পাঠাবার জন্য আয়েশার জন্য নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করত। এ উপায়ে তারা রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করত (বুখারি ২৩৯৪ হাদিস)।

রাসূল (দ.) এর স্ত্রীগণের মধ্যে যেদিন আয়েশার (রা.) ঘরে অবস্থান করতেন, ঐ দিন সাহাবায়ে কেরাম হাদিয়া বেশি নিতেন।

প্রিয় নবীজী (দ.) অন্যত্র ইরশাদ করেন:

حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنى معن قال حدثنى ابراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن ابى

هريرة قال كان رسول الله اذا اتى الطعام سأل عنه أهدية ام صدقة - فان قيل صدقة قال لاصحابه

كلوا ولم يأكل - وان قيل هدية ضرب بيده ﷺ فاكل معهم

ইব্রাহিম ইবনুল মুনযির (রা.) আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (দ.) এর খিদমতে কোন খাবার এলে তিনি জানতে চাইতেন, এটা হাদিয়া না সাদাকাহ্? যদি বলা হতো সাদাকাহ্, তাহলে সাহাবীদেরকে তিনি বলতেন, তোমরা খাও। কিন্তু তিনি খেতেন না। আর যদি বলা হতো হাদিয়া, তাহলে তিনিও হাত বাড়াতেন এবং অন্যান্যদের সাথে খাওয়ায় শরিক হতেন। (বুখারি শরিফ)

এভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরিফে বিভিন্ন স্থানে হাদিয়া, সাদাকা দেওয়া ও নেওয়ার ব্যাপারে অনেক বর্ণনা রয়েছে।

হাদিয়া ও সাদাকাহ্র পার্থক্যঃ

দু'টোই আরবি শব্দ এবং পৃথক অর্থবোধক। হাদিয়া মানে উপঢৌকন বা উপহার আর সাদাকাহ্ মানে দান করা। হাদিয়া সবার জন্য গ্রহণ করা জায়েজ। পক্ষান্তরে সাদাকাহ্ সবার জন্য গ্রহণ করা জায়েয নেই। সাদাকাহ্ গ্রহণ করার ব্যক্তি নির্দিষ্ট; যথা– যারা গরিব, মিসকিন বা নিঃস্ব।

প্রিয় নবী (দ.) কখনো সাদাকাহ্ গ্রহণ করেননি। হাদিয়া গ্রহণ করতেন, আবার কখনো কখনো হাদিয়াও ফেরত দিতেন। এজন্য কোন আওলাদে রাসূলের জন্য সাদাকাহ্, দান-খয়রাত গ্রহণ করা জায়েয নাই, গরিব হলেও। তবে প্রিয় নবীজী (দ.) কখনো আতর বা সুগন্ধি জাতীয় কোন হাদিয়া ফেরত দিতেন না। তাই আওলিয়ায়ে কেরামের দরবারে বা তাঁদের রওজা পাকে আতর দেয়া হয়।

দেশে প্রচলিত হাদিয়া দানঃ

আমাদের দেশের কোনো কোনো মাজারের উরস, খোশরোজ শরিফের অনুষ্ঠানে ভক্ত মুরিদগণ যেভাবে পশু হাদিয়া পেশ করেন, তা শরিয়তের দৃষ্টিতে অসম্মানজনক এবং আপত্তিকর। দেশে কোন কোন জায়গায় দেখা যায়, উরসে হাদিয়া নেয়ার নামে (জোর করে মানুষ থেকে টাকা তুলে), পশুকে উল্লাসের বস্তু বানিয়ে কৃত্রিম ঔষধ সেবন করিয়ে পশুকে পাগল করে অহেতুক নির্যাতন করে রাস্তায় বিঘ্ন ঘটিয়ে জনসাধারণকে কষ্ট দিয়ে হাদিয়া পেশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে সাওয়াব তো দূরের কথা আরো গুনাহ হওয়ার সমূহ আশঙ্কা। কারণ, একদিকে জনসাধারণকে কষ্ট দেয়া, পশুকে কষ্ট দেয়া, অপর দিকে সাহেবে মাজারের বা পীরের অসন্তুষ্টিও।

পশু-পাখির প্রতি দয়া করাঃ

অনেকে মহিষ গুরু ইত্যাদি হাদিয়াকে অনর্থক কষ্ট দেয় যা শরিয়ত সম্মত নয়। প্রিয় নবী (দ.) এরশাদ করেন,

الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله

অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিজন। সুতরাং, আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে, তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে (বায়হাকি)।

জীবজন্তু, পশু-পাখিও আল্লাহ্র সৃষ্টি। তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে আল্লাহ্তায়ালা সন্তুষ্ট হন। সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করার দ্বারা মানুষ আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় বান্দা হতে পারে।

চতুষ্পদ জন্তু কোন কিছু ভক্ষণ করলে তাও সাদাকাঃ

প্রিয় নবীজী (দ.) ইরশাদ করেন,

مامن مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له صدقة متفق عليه

অর্থাৎ কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে এবং অতঃপর তা থেকে কোন পাখি, মানুষ বা কোনো চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে, তবে তা তার জন্য সাদাকাহ্ হিসেবে গণ্য হবে (বুখারি ও মুসলিম)।

যে পশুকে দয়া করলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন বা যে পশুকে আহার করালে সাদাকাহ্র পরিগণিত হয়, ঐ পশুকে নির্যাতন করলে যথাসময়ে খাবার পানি না দিলে তাতে অবশ্যই আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হবেন। তাই আমরা যারা মহিষ, গরু কিংবা উট ইত্যাদি পশুকে হাদিয়া হিসেবে পীর-মুর্শিদের দরবারে পেশ করি তাদেরকে অবশ্যই এদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

কিভাবে হাদিয়া পেশ করবেনঃ

আপন পীর-মুর্শিদ কিংবা হক্কানী বুজুর্গানে দ্বীনের দরবারে অত্যন্ত আদব মহব্বতের সাথে হাদিয়া নজরানা পেশ করতে হয়। প্রিয় নবী (দ.) এর দরবারে সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে আদব-মহব্বত সহকারে হাদিয়া পেশ করতেন, সেভাবেই হাদিয়া পেশ করা কর্তব্য।

হাদিয়ার জন্তুকে নেয়ার পূর্বে যথাসময়ে গোসল করিয়ে ভালভাবে রশি দিয়ে বেঁধে খড় পানি খাওয়ায়ে অহেতুক না মেরে আস্তে আস্তে দরবারে পেশ করে আসা। যাতে কোনো অবস্থাতেই কোন দুষ্ট চরিত্রের লোক পশুকে কৃত্রিম কিছু না খাওয়ায় সেদিকে প্রত্যেক কমিটি প্রধানরা কিংবা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। অন্যথায় পশু নির্যাতন কিংবা মুনিব অসন্তুষ্টির দায়ভার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই নিতে হবে।

দেশের বিভিন্ন উরস মাহফিলের অনুষ্ঠানে সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায়, অধিকাংশ বিশৃঙ্খলা এই হাদিয়ার কারণে হয়ে থাকে। তাই সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যদি এ বিষয়টি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাহলে উরস মাহফিলের এক বিশাল খিদমত সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়া যাবে এবং জায়েরীনরাও মাজারে ভাল করে জেয়ারত, মিলাদ কিয়াম ইত্যাদি সহজভাবে করতে পারবে। এক্ষেত্রে দু'একটি পদক্ষেপ নেয়া যায়।

প্রথমতঃ স্ব স্ব পীর বা সাজ্জাদানশীনগণ বা দায়িত্বশীলগণ কঠোরভাবে নির্দেশ জারি করতে পারেন অথবা উরস পূর্ববর্তী রাতে স্ব-স্ব হাদিয়া মহিষ, গরু ইত্যাদি জমা করে দিতে পারেন। অথবা অনুষ্ঠানের দিন নির্দিষ্ট একটি সময় বেঁধে দিলে (অর্ধ দিবসের মধ্যে) মহিষ, গরু পৌঁছিয়ে দেয়া সহজ হয়। যদি এভাবে হাদিয়া নেয়ার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে উরসের প্রকৃত রূপ ফুটে উঠবে এবং অনুষ্ঠানের শোভা বর্ধনও হবে। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে অলির দরবারে আদব ও মহব্বত সহকারে সাধ্যমত হাদিয়া নজরানা পেশ করে তাদের ফুজাত বারাকাত হাসিলের তৌফিক দিন আমিন। বেহুরমতে সৈয়্যদুল মুরসালিন।

প্রসঙ্গ : নজর-মানত

॥ অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী ॥

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

হযরত শাহ্ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহ.) ফতোয়ায়ে আজিজিয়ার ৭৫ পৃ. লিখেন– 'তায়ামিকে ছওয়ার আঁ নিয়াজ হযরত ইসমাইল (ইমাম হাসান ও হোসাইন (আ.) নমায়ন্দ বরআঁ ফাতেহা ওয়া কুল ওয়া দুরূদ খানদন তাবার্‌রুক মী শাওয়াদ খোরদন বিছইয়ার খুবআন্ত'। অর্থাৎ– ইমাম হাসান-হোসাইন এর নিয়াজের খাদ্য খাওয়া এবং তাঁর উপর ফাতিহা, কুল হুয়াল্লাহ্, দুরূদ শরিফ পাঠ করা হলে বা তবারুক হয়ে যায় এবং তা খুবই উত্তম (১০৫ পৃষ্ঠা)। ফতোয়া আজিজীর ৯৫ পৃষ্ঠায় আছে "নজর বরায়ে খোদা ওয়া জিকির নমুদন শায়খ (পীর-মুরশিদ-ওলী) জুজই নিস্ত কে মহল ছরক নজরআস্ত ববায়ে মুস্তাহাককান নজর জায়েয আস্ত"। অর্থাৎ– নজর-মানত আল্লাহ্‌র জন্যই। আর তাতে কোন পীর-মুরশিদ-ওলী-আওলিয়া ফকীর দরবেশ এর নাম উচ্চারণ করার অর্থ হলো শুধুমাত্র একারণে যে, তাঁরা হলেন নজর-মানতের হকদার। তাঁদের আস্তানা বা রওজা শরিফ চত্বরে নজর মানতের বস্তু-দ্রব্য, পশু-পাখি ইত্যাদি বন্টন করার উপযুক্ত ক্ষেত্র। নজর-মানত তো জায়েয। আউলিয়ার মাজার শরিফের মুতাওয়ারী, তাঁদের ওয়ারিশ, তাঁদের আওলাদ, তাঁদের আস্তানার খাদেম সেবকদেরকে নজর-মানতের দ্রব্যাদি দেয়া আর তাঁদেরকে নজর-মানত পরিবেশনের লক্ষ্যস্থল করা জায়েয ও বৈধ। অনুরূপ বর্ণনা বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব বাহরুর রায়েক, তাহতাবী, শামী প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ্য কিতাবেও বিদ্যমান রয়েছে। (ফতোয়ায়ে নঈমী, পৃ.২২) ইরশাদে কোরানী আছে 'খুজ মিন আমওয়ালিহিম সাদাকাতান তুতাহ্‌হিরুহুম ওয়া তুযাক্‌কিহিন বিহা ওয়া সাল্লি আলাইহিম' (সূরা তাওবাহ্ : ১০৩) অর্থাৎ– ওহে আমার প্রিয় মাহবুব নবী (দ.)! তাদের মালামাল থেকে সাদাকাহ্ গ্রহণ কর। যাতে তুমি সেগুলোকে এর মাধ্যমে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পারো। আর তুমি তাদের জন্য উত্তম দোয়া করো। নিঃসন্দেহে তোমার দেয়া (সালাত) তাদের জন্য সাদাকাহ্ স্বরূপ। অত্র আয়াতে যে সাদাকাহ্‌র বর্ণনা করা হয়েছে তাতে অতিরিক্ত (নফল) সাদাকাহ্‌র উদ্দেশ্য হতে পারে। যেগুলো গাজওয়ায়ে তাবুকের মধ্যে বিনা কারণে পশ্চাতে থাকা সাহাবী

পরবর্তীতে তওবা কবুল হওয়ার আনন্দে কাফ্ফারা স্বরূপ দিতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা নবী করিম (দ.) কে ইরশাদ করেন যে, আপনি তাদের কাছ থেকে সাদাকাহ্ কবুল করে নিয়ে তাদেরকে পাক-সাফ এবং পরিচ্ছন্ন করেছেন এবং তাদের জন্য ভাল দোয়া করেন। অত্র আয়াত দ্বারা যাকাতও উদ্দেশ্য হতে পারে। যেগুলো তাদের উপর ফরজ ছিল আর তারা তা নবী করিম (দ.)'র হাত মুবারকে দিতে চেয়েছিল। আল্লাহ্র পক্ষ হতে আদেশ হলো যে, আপনি তাদের নিকট থেকে যাকাত উসুল করে সেগুলো আপনার বিবেচনানুযায়ী সঠিক পথে ব্যয় করুন এবং তাদের জন্য সৎ দোয়া করুন। এ আয়াত থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা প্রকাশ পেল তন্মধ্যে কয়েকটি হলো– (১) কোন পাপ কাজ সংঘটিত হলে অবিলম্বে তওবা করা। (২) তওবার সাথে সাথে সমর্থ্য হলে সাদাকাহ্ খায়রাতও করা। (৩) মুসলমানের উচিৎ নিজের যাকাত-সাদাকাহ্সমূহ কোরআন-সুন্নাহর তত্ত্বজ্ঞানী, বিশুদ্ধ আকীদা সম্পন্ন ধর্মীয় আলেম-ওলামা কিম্বা ওলী আউলিয়ার মাধ্যমে আদায় করা। অর্থাৎ তাদের নিকট হস্তান্তর করা। তারা একথা আরজ করল যে, এটা যাকাত বা সাদাকাহ্, এগুলোকে আপনি যেথায় অতি প্রয়োজন মনে করেন সেখানে খরচ করবেন। সাহাবা-এ-কেরাম এভাবেই আমল করতেন। (৪) এভাবে আমল করার কারণে মানবের বাতিনের সাফাই বা দেহাভ্যন্তরের পরিচ্ছন্নতা এবং রূহানী তরক্কী বা আত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। (৫) এসব সাদাকাহ্ বা দান দক্ষিণা, হাদীয়া-তোহফা, নজর-নেয়াজ প্রাপ্ত হয়ে গ্রহণকারী দাতাকে নেক দোয়ার মাধ্যমে স্মরণ করা। (৬) ওলী-বুজুর্গের দোয়ার মাধ্যমে মানুষের মুশকিল আসান হয়, দুশ্চিন্তা দূরিভূত হয়ে যায়। যেমন হাদীস শরিফে আছে– "লা ইয়ারুদ্দুল কাদ্বায়া ইল্লাদ্দোয়াউ ওয়া লা ইয়াজীদু ফীল উমুরে ইল্লাল বিররি" অর্থাৎ তকদীর বা নিয়তিকে ফিরিয়ে দিতে পারে দোয়া, আর আয়ু নেকী বা সৎকর্মই বৃদ্ধি করতে পারে (তিরমিজী ও মিশকাত)। প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তা মোল্লা আলী কারী (বিসাল ১৩১৪ হিজরী) তদীয় গ্রন্থ ফতহুল বারীতে ইরশাদ করেন- 'দোয়া হচ্ছে বিপদ দূরিভূত হওয়া এবং রহমত অর্জনের উসিলা'।

macademy2002@gmail.com
/alokdharabooks